যুগান্তর

তারিখ 12 APR 2014
পৃঃ 20 কলাম 4

আনসারুল্লাহ বাংলা টিম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুপ্ত সেলে চলে জঙ্গি কার্যক্রম

সৈয়দ আতিক

আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি) সারা দেশে সুপ্ত (স্লিপার) সেলের মাধ্যমে উগ্রপন্থী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। হিজবুত তাহরির, হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী (হুজি) ও জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) বড় একটি অংশই যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। উগ্রপন্থীদের সবার পরিকল্পনা একই ধাঁচের হওয়ায় এবিটির মাধ্যমে তারা নতুন তৎপরতায় যোগ দেয়।

আনসারুল্লাহ বাংলা টিম রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক তৎপরতা চালালেও এর প্রধান মুফতি জসিমউদ্দিন রাহমানী গ্রেফতারের আগ দিয়ে ঢাকার বাইরে সফর করেন। তিনি এই সফরের আগে বিভাগীয় শহর এবং জেলাভিত্তিক তথাকথিত দাওয়াতি কার্যক্রমের নামে জেলায় জেলায় যান। সর্বশেষ সহযোগীসহ তিনি বরগুনায় ধরা পড়েন। গোয়েন্দা সূত্রগুলো বলেছে, এবিটির জঙ্গি তৎপরতার বিষয়টি কারও জানা ছিল না। গত বছর ব্লগার রাজীব হায়দার শোভনকে হত্যার পর নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ ছাত্রকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে এটা বেরিয়ে আসে। গোয়েন্দা পুলিশের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা বলেন, হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী-হুজি, জেএমবি ও হিজবুত তাহরির আগের মতো অতটা শক্তি প্রদর্শন করার ক্ষমতা না রাখায় এরা এবিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের জঙ্গিবাদ প্রতিরোধবিষয়ক বৈঠকেও আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা মন্ত্রণালয়ে জানিয়েছি এখন বড় ফ্যাক্টর আনসারুল্লাহ বাংলা টিম।'

এবিটি রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা

কার্যক্রম : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

কার্যক্রম : চলে জঙ্গি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয় শহর এবং জেলা শহরে সুপ্ত সেলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের টার্গেট করে কাজ করছে। তথাকথিত ইমানি দায়িত্ব ও দাওয়াতি কার্যক্রমের নামে জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। দাওয়াতি কার্যক্রমের নামে কিছু কিছু শিক্ষার্থীর বিদেশ যেতে সহায়তার টোপ দিয়ে এবিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টেনে আনছে তাদের গ্রুপে।

গ্রেফতারের পর মুফতি জসিমউদ্দিন রাহমানীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পায় গোয়েন্দারা। এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার মতে, এ বিশাল অংকের অর্থ লেনদেন জঙ্গি খাতেই হয়েছে। এগুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় আনসারুল্লাহ বাংলা টিমকে নিষিদ্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুলিশের মহাপরিদর্শক হাসান মাহমুদ খন্দকার যুগান্তরকে বলেন, যেসব জঙ্গি এখনও ধরা পড়েনি তাদের গ্রেফতারে আইন-শৃংখলা বাহিনীকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জঙ্গিসন্ত্রাস দমনে আমরা এর আগেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। এখনও সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অভিযান অব্যাহত আছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র যুগ্ম-কমিশনার মোঃ মনিরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, এবিটির ইনটেল আর এক্সিকিউশন গ্রুপের তথ্য ফাঁস হওয়ায় তারা স্লিপার সেলের মাধ্যমে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সেল ছোট ছোট পরিসরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। সংখ্যায় প্রায় দেড়শ'। এসব গ্রুপে সদস্য সংখ্যা ঠিক নির্ণয় করা না গেলেও প্রতিটি গ্রুপে ৫ থেকে ৭ জন করে রয়েছে। মনিরুল ইসলাম আরও বলেন, আল কায়দা মতাদর্শের এবিটির সুপ্ত সেলের সব সদস্যই খুনে বিশ্বাসী। ধর্ম নিয়ে কটাক্ষকারী এবং ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসীদের 'ইমানী দায়িত্ব' নিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করে থাকে। আর এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই খুন করা হয়েছিল ব্লগার রাজীব হায়দার শোভনকে। ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করায় দু'দফায় জখম করা হয় ব্লগার আসিফ মহিউদ্দীনকে। একই সঙ্গে ব্লগার সুব্রত অধিকারী শুভ, মশিউর রহমান বিপ্লব এবং রাসেল পারভেজসহ প্রগতিশীল চেতনার রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের তালিকার ছক তৈরি করে রেখেছে আনসারুল্লাহর সদস্যরা।

সূত্র মতে, রাজধানীজুড়ে এবিটির সুপ্ত সেলে অন্তত ৮শ' সদস্য রয়েছে। যাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কমিটি আছে। অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির ও প্রশিক্ষিত সবাই। সম্প্রতি রাজধানীর গোপীবাগে ইমাম মাহদীর প্রধান সেনাপতি দাবিদার লুৎফর রহমান ফারুক ও তার সহযোগীরা এবিটির সদস্যের হাতেই খুন হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-কমিশনার শেখ নাজমুল আলম যুগান্তরকে বলেন, স্লিপার সেলের একটি গ্রুপের সঙ্গে অন্যটির সরাসরি যোগাযোগ হয় না। এলাকাভিত্তিক টিম লিডার সেলগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন। আর তাদের যোগাযোগের মূল মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। সামাজিক সাইটের মাধ্যমে তারা যোগাযোগ রক্ষা ও আলোচনা করে থাকে নিয়মিত।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ ক্ষেত্রে তারা স্কাইপি, ইয়াহু মেসেঞ্জার, উইন্ডোজ লাইভ মেসেঞ্জার ব্যবহার করে। আর ইন্টারনেটের প্রযুক্তিগত যোগাযোগের সব নির্দেশনা ছিল কারাবন্দি শায়খ জসিমউদ্দিন রাহমানীর। তার শিষ্য সোহেল বিন সুলতান ০১৬৭০৮৯৫৯১৯ নম্বর দিয়ে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং উপ-শাখার আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্যদের এই নম্বরে যোগাযোগের তথ্য খতিয়ে দেখতে পান। বিভিন্ন সময়ে পাঠচক্রে অর্থ প্রদান করা হতো সোহেল বিন সুলতানের হাত দিয়েই। একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, স্লিপার সেলের সদস্যরা পাঠচক্র নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে। উগ্রপন্থী এই সদস্যের রয়েছে হত্যার মিশনও।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন, ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক ইডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের (আইআইইআর) মাধ্যমে শিক্ষিত যুবকের বিদেশে প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। সাদমান ইয়াসির গ্রেফতারের পর স্বীকার করে সেলের অনেক সদস্য বিদেশে গেছে। বিশেষ করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানেই তারা বেশি যাতায়াত করে থাকে। মূলত বিদেশে গিয়ে আনসারুল্লাহ সদস্যরা প্রযুক্তি ও অস্ত্রবিষয়ক প্রশিক্ষণ নেয়। ব্লগার রাজীব খুনের পর মূল নির্দেশদাতা শিবির নেতা রানা পাকিস্তানে চলে যান।